



আজকে যাদের খেলা



Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026

প্রথম বর্ষ, প্রথম মাস, বিংশ সংখ্যা, শনিবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আষাঢ় ২৭, ইংরিজি ২০২৬, জুলাই ১১



ভাঙ্কে যাদের খেঁজা

ক্যাচ দ্য রেন
অভিযানে নজির
ছত্তীশগড়ে

১০ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কি বাত’-এর ১৩৫তম পর্বে দেওয়া ‘ক্যাক্য রেন’ আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে জল সংরক্ষণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করেছে হস্তীসগড়ের বাবোদ জেলা। জল সংরক্ষণ জন ভাগিদার (জেএসসজেবি) ২.০’ কর্মসূচির আওতা গ্রাম পঞ্চায়েত, স্থানীয় বাসিন্দা এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে গত এক বছরে জেলায় গড়ে তোলা হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯১৭টি জল সংরক্ষণ ও ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ কাঠামো। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুন থেকে ২০২৬ সালের মে মাসের মধ্যে গড়ে ওঠা এই পরিকাঠামোগুলি চলতি বর্ষায় ইতিমধ্যেই ইতিবাচক ফল দেখাতে শুরু করেছে। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি এবং কৃষিকাজে সেচের সুবিধা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ বিশেষ ভূমিকা রাখছে। জেলার বিভিন্ন গ্রামে নেওয়া হয়েছে একাধিক অভিনব প্রকল্প। মুণ্ডেরা গ্রাম পঞ্চায়েতে নলকূপের পাশে তৈরি করা রিচার্জ পিট বৃষ্টির জল সরাসরি ভূগর্ভে পৌঁছে দিচ্ছে। কঙ্গনি গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্মিত রিচার্জ পিটগুলি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল ধরে রেখে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বাড়তে সাহায্য করছে। অন্যদিকে, ওদারসাকারি ও খুতেরি গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্মিত চেক ড্যামগুলি বর্ষার জল ধরে রেখে সেচ ও জল সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। মুণ্ডেরার অচল নলকূপগুলিকে রিচার্জ শাফটে রূপান্তরিত করে নতুনভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে। ভাঙ্গাপাণ্ড (আর)-এ নির্মিত কনট্রোল ট্রেঞ্চগুলি মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে এবং

দ্বিতীয় পাতায়

শক্তি বৃদ্ধি ভারতীয় নৌবাহিনীর

১০ জুলাই : ভারতীয় নৌবাহিনীর শক্তি আরও বৃদ্ধি করতে আগামী ১১ জুলাই বিশাখাপত্তনমে পূর্ব নৌবহরে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে ‘মহেন্দ্রগিরি’ (এফ-৩৮)। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠিতব্য এই কর্মশিপিং অনুষ্ঠান দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার পথে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

‘প্রজেক্ট ১৭এ’-এর আওতায় নির্মিত ষষ্ঠ দেশীয় স্টেলথ ক্রিগেট ‘মহেন্দ্রগিরি’-র নকশা তৈরি করেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর গুয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরো (ডব্লিউডিবি)। মুম্বইয়ের মাজাগন ডক শিপবিয়ার্স লিমিটেড (এমডিএল) এই অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজটি নির্মাণ করছে।

উন্নত স্টেলথ প্রযুক্তি, কম রাডার-সিগনেচার, উচ্চমানের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এবং উন্নত প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় সজ্জিত ‘মহেন্দ্রগিরি’কে সমুদ্রযুদ্ধের সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। যুদ্ধজাহাজটিতে ৭৫ শতাংশেরও বেশি দেশীয় উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, যা কেন্দ্রের ‘আত্মনির্ভর ভারত’ কর্মসূচির সাফল্যের প্রতিফলন বলে মনে করছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

জাহাজ নির্মাণের সঙ্গে দেশের অসংখ্য ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) সংস্থা যুক্ত ছিল। ফলে দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পভিত্তি আরও মজবুত হওয়ার পাশাপাশি কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পেয়েছে।

‘মহেন্দ্রগিরি’-তে অত্যাধুনিক দেশীয় অস্ত্র, সেন্সর এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। যুদ্ধজাহাজটি আকাশপথ, জলপথ এবং সাবমেরিন-বিরোধী

অভিযানে সমানভাবে সক্ষম। পাশাপাশি, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান, মানবিক সহায়তা এবং দুর্যোগ মোকাবিলা (এইচএডিআর)-এর মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

পূর্বভাগ পর্বতমালায় মহেন্দ্রগিরি শৃঙ্গের নামানুসারে যুদ্ধজাহাজটির নামকরণ করা হয়েছে। ভারতীয় নৌবাহিনীর ইতিহাসে এই প্রথম কোন যুদ্ধজাহাজ ‘মহেন্দ্রগিরি’ নাম ধারণ করছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মতে, শক্তি, স্থিতিশীলতা

ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধক্ষমতাই বাড়াবে না, বরং দেশীয় যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে ভারতের ক্রমবর্ধমান দক্ষতারও প্রমাণ বহন করবে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ‘প্রেফার্ড সিং’ সিকিউরিটি পার্টনার’ হিসেবে ভারতের ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করতো এই যুদ্ধজাহাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গুরুবাবর বিশাখাপতনমে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বারখানা অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ক্রমশঃ জটিল হয়ে ওঠা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির মধ্যে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রধান রক্ষাকবচ হিসেবে ভারতের ভূমিকাকে তুলে ধরলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, “ভারত মহাসাগর অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রধান গ্যারান্টি হিসেবে ভারত দায়িত্ব পালন করছে।” রাজনাথ সিং জানান, ভারতের মোট বাণিজ্যের ৯০ শতাংশেরও বেশি সমুদ্রপথে সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি দেশের ছালানি নিরাপত্তা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ইইজেড) এবং দ্বীপাঞ্চলগুলির সুরক্ষার প্রয়োজনীয় সামুদ্রিক নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং বহিরাগত শক্তিগুলির ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির ফলে সমুদ্র নিরাপত্তা নিয়ে আরও সতর্ক থাকা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, “ভারত এই অঞ্চলের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে দায়িত্বশীল অংশীদার। এই অঞ্চল আমাদের নিজস্ব অঙ্গনের মতো, আর সেই অঙ্গনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব।”

আম্মনির্ভর ভারতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘মহেন্দ্রগিরি’-র অন্তর্ভুক্তি দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার পথে



তৃণমূল দিনে উচ্চশিক্ষার অন্তর্কথা

পরিসংখ্যান বনাম বাস্তব: বাংলার ক্যাম্পাসগুলিতে সেই সময় ঠিক যা যা ঘটেছিল...

শিবাজী লাহিড়ী
ও ঋষি ঘোষ

১০ জুলাই : উদভাস্তের মতো বিশ্ববিদ্যালয় অধিসূচকের সামনে ঘোরান্ধুরি করছিলেন এ কল্পনা বর্মণ (প্রতিবেদনের স্বার্থে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে)। তিনি সর্বসম্মতভাবে ল্যাবমেটরা তাকে নিয়ে সবসময়ই নানা রকিমকতা করে থাকেন। বিভাগের শিক্ষকরাও ভান করে তাঁকে উপদেশ দেন- একটু মাঝামাঝি জল মাথার উপরে উঠলে, গ্রাম্য পরিবার থেকে যেটি ইন্টারনেটে খোঁজে আবিষ্কার করে - অ্যাট্রিসটিস অ্যাট্রি, ১৯৮৯ নামের এক অধ্যয়ন থেকে সুরক্ষা কবচ জোগাতে পারে; সহপাঠী বাচ্চিকে নির্যাতন করেন হাত থাকে। কিন্তু কোনও প্রায় সমস্তই দুয়েক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পরে তিনি আবিষ্কার করেন- কাশুজেকে থাকলেও রক্ষাকবচের কেউ তাঁর সঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ‘অভাজনি স্বর্ণ’ পেতে দাহ করার কাঁটা যোগাড় না হয়ে গেছেছিল; তেমনি ছাত্রীটি বুঝতে পারেন কমিটি বা ইন্টারনাল কমপ্লেক্স সেল থাকলে নিতান্তই খাতায় কলমে।

কিন্তু তৃণমূল আমলে পশ্চিমবঙ্গের যখন এ সারা দেশের পরিসংখ্যানিকী বলছে? সামান্য ক্ষেত্রেও বাকি ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য অর্থ তফসিলি জাতির শিক্ষার্থীদের জিইআর (গ্রোথ রেটিং) ১৮.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৭.৮ শতাংশ পর্যন্ত উন্নতি। শিক্ষার্থীদের জিইআর থেকে বেড়ে ২২.৮ শতাংশে পৌঁছেছেন। সংখ্যা বেড়ে ৬৯.৭২ লক্ষ, এসটি শিক্ষার্থীর লক্ষ এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির শিক্ষার্থীর

কোটিতে পৌঁছেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি তৃণমূল আমলে তৈরি হয়েছিল অন্যত্র। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরখণ্ডের মতো বিজেপি শাসিত জনজাতি প্রধান রাজ্যগুলিতে যেখানে প্রিভেনশন অফ অ্যাক্ট্রিসিটিস অ্যান্ড নিয়ে ২০১২-২০২৩ সালে সর্বমোট ৯২৬টি ও ৪১৮টি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে একই সময়কালে অনুষ্ঠিত শিবিরের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৪টি। অ্যাক্ট্রিসিটিস অ্যান্ড হোক বা পশ- তৃণমূলী পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই অত্যাবশ্যকীয় আইনগুলির উল্লেখ ছিল যেন এক নিষিদ্ধ ইশতহারের মতো। কোভিড পরবর্তী সময়ে আইএসআই বরাণগরের জনৈক গবেষকের করা একটি সমীক্ষা দেখিয়েছিল- পশ্চিমবঙ্গের বহু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনগ্রসর, তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্র- ছাত্রীদের, এমনকি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও অভিযোগ- অভিযানোর কোন জায়গা নেই। অভিযোগ জানাতে গেলেই অদৃশ্য এক 'নিঃশব্দের তর্জনী' তাদের ঠোঁটে সেলোট্যেপ

সন্তান বা পরিবারের কোনও আত্মীয়
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে
পাঠরত হলে, কোশ্চেন মডারেশন বোর্ডে
থাকা যায় না। অথচ সেই শিক্ষক পিতার
বহাল তবিয়তে মডারেশন বোর্ডে
থাকাকালীনই সন্তান বুক ফুলিয়ে পাশ
করে, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। পরীক্ষা
নিয়মক অ্যাট্রাসিটি আক্ট অনুসারে
অবশেষে বাধ্য হন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের
কাছে অভিযোগ জানাতে।... এই ধরণের
ঘটনা বিক্ষিপ্ত নয়।

সেটে দিত! উত্তরবঙ্গের সেই রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক যেন। তাঁর চেম্বারে ঢুকে জনৈক অধ্যাপক, সন্তানের খালাস ফলাফলের প্রসঙ্গ তুলে তুলকালাম বাঁধান। পরীক্ষা নিয়ামকের জাতিগত পরিচয় তুলে কুৎসিত ভাষায় বাচিক আক্রমণও করেন। মাত্র বছরখানেক আগে। ঘটনার বিরোধিতা তো দূর, শাসকদল প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠন ‘ওয়েবকুপা’ কার্যত দালালির ভূমিকা পালন করে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীকে বগলদাবা করে ও পরীক্ষা নিয়ামকের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। সন্তান বা পরিবারের কোনও আত্মীয় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিষয়ে পাঠরত হলে, কোচেন মডারেশন বোর্ডে থাকা যায় না। অথচ সেই শিক্ষক পিতার বহাল তবয়তে মডারেশন বোর্ডে থাকাকালীনই সন্তান বুক ফুলিয়ে পাশ করে, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। পরীক্ষা নিয়ামক অ্যাট্রিসিটি আষ্ট অনুসারে অবশেষে বাধ্য হন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানাতে। প্রশাসনিক সুত্রের খবর, তদন্ত গোয়ে চার্জশিট দাখিলের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু শেঠা প্রক্টিয়া বিচারালয় হওয়ায়, অভিযোগকারী বা অভ্যুযুক্ত- কেউই মুখ খুলতে চাননি। এই ধরণের ঘটনা বিক্ষিপ্ত নয়। বরং এর অন্যরকম কৌণিক অভিযুক্তও রয়েছে। বাম-তৃণ আমলে শীসেজলে পুষ্ট মালদহের এক লেখিকা তথা জেলার একটি স্কুলের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষিকা; রাজবংশী জনজাতি নিয়ে অসংবেদনশীল মন্তব্য করেন ২০২২ সালে। এর জন্য সমগ্র উত্তরবঙ্গজুলি বিক্ষুব্ধ হয়। তাঁর লেখার ক্ষেত্রেও বড় মিডিয়া হাউসগুলি বেশ কড়া অবস্থা নেয়। অথচ ২০২৫-এ মালদহের একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তাঁকে জেলার অন্যতম সেরা লেখিকা হিসাবে সম্বর্ধনা দেয়। এই গোটা ইতিহাস চেপে রেখেই। এই ধরণের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘটনাগুলি প্রমাণ করে, রাজবংশী, নাগর, ধানুক বা চাঁই-মণ্ডল পরিবারের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর মনের ভিতর থেকে কোন ‘হারানো সুর’ নয়; শুধু ‘ব্রাত্যজনের রক্তসংগীত’ বেজে ওঠে...। (চলবে)

কলকাতা
বিমানবন্দরের
মানোন্নয়ন

১০ জুলাই : যাত্রী পরিষেবার মানোন্নয়নের নিরিখে দেশের বিমানবন্দরগুলির তালিকায় আরও দুই ধাপ এগিয়ে গেল কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এয়ারপোর্টস কাউন্সিল ইন্টারন্যাশনাল (এসিআই)-এর সর্বশেষ এয়ারপোর্ট সার্ভিস কোয়ালিটি (এএসকিউ) সমীক্ষায় কলকাতা বিমানবন্দর এখন দেশের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (এএআই)-পরিচালিত বিমানবন্দরগুলির মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে।

সমীক্ষা অনুযায়ী, কলকাতা বিমানবন্দর ৫-এর মধ্যে ৪.৯ নম্বর পেয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী বিমানবন্দরগুলির গড় স্কোর ৪.৩-এর চেয়ে অনেক বেশি। একই সঙ্গে এটি কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক/পরিদর্শিত ৪.৭ নম্বরের লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। যাত্রী সন্তুষ্টির ৩১টি সূচকের মধ্যে ২৬টিতেই আগের তুলনায় উন্নতি হয়েছে।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের দাবি, পরিস্ফুটন, টীমাচাগার, অপেক্ষার সময় কমে আসছে, স্টাফমাল পরিচালনা ও হাউসকিপিং ব্যবস্থার উন্নতি এবং সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স-দ্রত’ মাধ্যমে যাত্রীদের অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির ফলে এই সাফল্য এসেছে।

তবে কিছু ক্ষেত্রে এখনও উন্নতির সুযোগ রয়েছে বলে মনে করছেন যাত্রীরা। বিশেষ করে পরিবানবন্দরে পৌঁছানোর সড়ক যোগাযোগ, বসার জায়গার সংখ্যা বৃদ্ধি, দ্রুতগতির ওয়াই-ফাই পরিষেবা এবং খুচরো বিপণন ও

দ্বিতীয় পাতায়

সম্পাদকীয়

ভারতে নেশাজনিত সমস্যার চরিত্র গত কয়েক দশকে আমূল বদলে গিয়েছে। একসময় মদ, গাঁজা বা আফিমের মতো প্রচলিত মাদকদ্রব্যই ছিল প্রশাসনের উদ্বেগের প্রধান কারণ। কিন্তু প্রযুক্তি, বাজার এবং সরবরাহ ব্যবস্থার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নেশার জগতে প্রবেশ করেছে এক নতুন প্রবণতা—ওষুধের অপব্যবহার। কাশির সিরাপ থেকে শুরু করে উচ্চমাত্রার অ্যালকোহল-যুক্ত টিক্‌চার ও বিভিন্ন ভেষজ ওষুধ; চিকিৎসার জন্য তৈরি বহু পণ্যই ক্রমশ বিকল্প নেশার উপাদানে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তকে সময়োপযোগী বলেই মনে করা যায়।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ১২ শতাংশের বেশি ইথাইল অ্যালকোহলযুক্ত এবং ৩০ মিলিলিটারের বেশি পরিমাণে বিক্রি হওয়া সমস্ত মুখে খাওয়ার ওষুধ আর ড্রাগস রুলস, ১৯৪৫-এর ‘শিডিউল কে’-এর আওতায় বিশেষ ছাড় পাবে না। এগুলিকে এখন থেকে লাইসেন্স নিতে হবে এবং ‘শিডিউল এইচ–১’-এর অধীনে নিবন্ধিত চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি করা যাবে না। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি প্রশাসনিক সংশোধনী মাত্র হলেও, এর সামাজিক এবং জনস্বাস্থ্যগত তাৎপর্য অনেক গভীর। দীর্ঘদিন ধরেই দেশের নানা প্রান্তে কিছু নির্দিষ্ট ধরনের অ্যালকোহল-সমৃদ্ধ ওষুধ নেশার বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির

মধ্যে, যাঁদের কাছে মদ্যপানের প্রচলিত উপায় সহজলভ্য নয়, তাঁদের একাংশ সস্তা ও সহজলভ্য ওষুধের দিকে ঝুঁকেছেন। এলাচ, আদা কিংবা বিভিন্ন সুগন্ধি উপাদান-নির্ভর কিছু ওষুধে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত অ্যালকোহল থাকার ঘটনা শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রশ্ন নয়, বরং সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নও বটে। তবে এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব যতটা, তার সীমাবদ্ধতাও ততটাই স্পষ্ট। প্রেসক্রিপশন বাধ্যতামূলক করলেই যদি বেআইনি বিক্রি, কালোবাজারি বা ভুয়ো চিকিৎসাপত্রের প্রসার ঘটে, তাহলে এই উদ্যোগের সাফল্য প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, প্রশাসনের নজরদারি কতটা কার্যকর হবে। ‘শিডিউল এইচ–১’-এর আওতায় থাকা ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রেতাদের বিস্তারিত নথি সংরক্ষণ করতে হয়। কিন্তু দেশের বিপুল সংখ্যক ছোট ও মাঝারি ওষুধের দোকানে সেই নিয়ম কতটা বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। নিয়ম তৈরির পাশাপাশি তার কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করাও সমান জরুরি। অন্যদিকে, জনসচেতনতার ক্ষেত্রেও এখনও অনেক কাজ বাকি। চিকিৎসার প্রয়োজনে ব্যবহৃত ওষুধ এবং নেশার উদ্দেশ্যে তার অপব্যবহারের মধ্যে যে সুক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট এবং স্বাস্থ্যকর্মীদেরও এই বিষয়ে আরও সতর্ক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে হবে।

বিমানবন্দরের মানোন্নয়ন

প্রথম পাতার পরে
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে এসেছে। ক্রমবর্ধমান যাত্রীচাপ সামাল দিতে ইতিমধ্যেই সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রায় ১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে টার্মিনাল–২ সম্প্রসারণের কাজ শুরু হতে চলেছে। এর ফলে বিমানবন্দরটির বার্ষিক যাত্রী ধারণক্ষমতা ২ কোটি ৬০ লক্ষ থেকে বেড়ে ২ কোটি ৮০ লক্ষে পৌঁছবে। এছাড়াও, প্রতিকূল আবহাওয়ায় বিমান চলাচল আরও মসৃণ করতে দ্বিতীয় রানওয়ের সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও এগোচ্ছে। বিমানবন্দর সংলগ্ন ঐতিহাসিক মসজিদ স্থানান্তরের কাজ সম্পূর্ণ হলে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পথ প্রশস্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সমন্বিত টার্মিনাল সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজও এগোচ্ছে। ২০৩১ সালের মধ্যে এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে কলকাতা বিমানবন্দরের বার্ষিক যাত্রী ধারণক্ষমতা ৩ কোটি ৯০ লক্ষে পৌঁছবে। এর পাশাপাশি কলকাতা অ্যারোসিটি গড়ে তোলা এবং কল্যাণীর কাছে দ্বিতীয় একটি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর নির্মাণের প্রস্তাবও বিবেচনায় রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, আগামী দশকে পূর্ব ভারতের বিমান যোগাযোগের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার অবস্থান আরও শক্তিশালী করতৈই এই উদ্যোগগুলি নেওয়া হচ্ছে।



কোলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেট্রোয় টিবিএম দুর্গার সফল খননের পরে ইঞ্জিনিয়ারদের উচ্ছ্বাস

ট্রাম্পের ওপর হামলার ছক

১০ জুলাই : ইজরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে জানিয়েছে যে, সম্প্রতি ইরান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার একটি নতুন পরিকল্পনা করেছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়া সিএনএন-কে একাধিক সূত্র এই তথ্য দিয়েছে। এমন এক সময়ে এই খবর সামনে এল, যখন ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যত ভেঙে পড়ার মুখে। মার্কিন প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ সূত্রের দাবি, চলতি সপ্তাহেই ইজরায়েল এই গোয়েন্দা তথ্য মার্কিন প্রশাসনের হাতে তুলে দেয়। যদিও ওই সূত্রগুলি জানিয়েছে, ইজরায়েলের দেওয়া এই নির্দিষ্ট তথ্য এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করেনি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। তবে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কা নিয়ে মার্কিন গোয়েন্দা মহলে উদ্বেগ বাড়ছিল। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে মার্কিন ড্রোন হামলায় ইরানের শীর্ষ সেনা আধিকারিক কাসেম সোলেইমানি নিহত হওয়ার পর থেকেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে আসছিল ওয়াশিংটন। হোয়াইট হাউসের তরফে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ইরান তাঁকে হত্যা করতে চাইছে। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বলেন, “ওরা আমেরিকার নেতাকে—আমাকে—সরিয়ে দিতে চায়। আমি ওদের তালিকার শীর্ষে রয়েছি। এখনও পর্যন্ত আমি ভাগ্যবান ছিলাম, কিন্তু তা কত দিন থাকবে, জানি না।” তিনি ইরানকে “অশুভ শক্তি” বলেও আক্রমণ করেন। তবে মার্কিন প্রশাসনের একাংশের মতে, ইজরায়েলের এই গোয়েন্দা সতর্কবার্তা ট্রাম্পের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কৌশলও হতে পারে। তাঁদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু দীর্ঘদিন ধরেই ইরানের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার সমালোচক। এদিকে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যত ভেস্তে যাওয়ার আবহে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। ট্রাম্প সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, ইরানের সঙ্গে হওয়া সমঝোতা কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে। যদিও পর্দার আড়ালে এখনও কূটনৈতিক আলোচনা চলছে এবং আগামী আগস্টের মধ্যেই একটি নতুন পরমাণু চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে দুই দেশ।

মার্কিন প্রশাসনের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, পরিস্থিতি আরও অবনতি হলে সামরিক পদক্ষেপের প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে। ইউএসএস আব্রাহাম লিন্কন যুদ্ধজাহাজে যুদ্ধবিমান ও অত্স্রসজ্জা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যদিও আপাতত সামরিক সংঘর্ষের বদলে কূটনৈতিক সমাধানের পথেই জোর দিচ্ছে ওয়াশিংটন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পকে হত্যার সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সামনে আসায় মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। একই সঙ্গে, ইরান-ইজরায়েল সংঘাত এবং মার্কিন হস্তক্ষেপের আশঙ্কা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।



ছত্তীশগড়ে

প্রথম পাতার পরে

বৃক্ষরোপণ ও জলাধার উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে। পাশাপাশি, জেলার বিভিন্ন এলাকায় গড়ে ওঠা কমিউনিটি চেক ড্যামগুলি কৃষি ও স্থানীয় মানুষের জন্য স্থায়ী জলভান্ডার হিসেবে কাজ করছে। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে গুণ্ডারদেহি ব্লকের ভাটাগাঁও (আর)-এর তাওয়ারা নালা পুনরুজ্জীবন প্রকল্পে। ‘ক্যাচ দ্য রেন’ এবং ‘জল সঞ্চয় জন ভাগিদারি’ কর্মসূচির অধীনে স্থানীয় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রায় ১৪.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই নালাটিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে। এর জন্য ৬ হাজার ২৫০টিরও বেশি জল সংরক্ষণ কাঠামো—যার মধ্যে রয়েছে চেক ড্যাম, ট্রেঞ্চ, ম্যাজিক পিট, সোক পিট, ইনজেকশন ওয়েল, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং গ্রে-ওয়াটার শোধন পরিকাঠামো—নির্মাণ করা হয়েছে। প্রশাসনের অনুমান, এই প্রকল্পের ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৬.৫ কোটি লিটার বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর ৫ থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে কৃষিকাজ, সেচব্যবস্থা এবং স্থানীয় পরিবেশের উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা হচ্ছে। জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বালোদ জেলার সাফল্য অবশ্য নতুন নয়। ‘জল সঞ্চয় জন ভাগিদারি ১.০’ কর্মসূচির অধীনে জেলায় এক লক্ষেরও বেশি জল সংরক্ষণ কাঠামো তৈরি হয়েছিল। সেই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ‘ক্যাচ দ্য রেন’ অভিযানে পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলে প্রথম এবং জাতীয় স্তরে তৃতীয় স্থান অধিকার করে বালোদ। এর জন্য রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কারও পেয়েছিল জেলা প্রশাসন। কেন্দ্রের মতে, বালোদের এই উদ্যোগ ‘জন ভাগিদারি সে জল সংরক্ষণ’-এর মূল দর্শনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

ই-২০ কর্মসূচির ফল দীর্ঘমেয়াদী

১০ জুলাই : পেট্রোলে এথানল মিশ্রণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে ঊঠা প্রশ্ন, সংশয় এবং সমালোচনার জবাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক। মন্ত্রকের দাবি, ই-২০ বা ২০ শতাংশ এথানল-যুক্ত পেট্রোল চালুর সিদ্ধান্ত কোনও হঠকারী পদক্ষেপ নয়; বরং প্রায় আড়াই দশকের নীতিগত প্রস্তুতি, প্রযুক্তিগত পরীক্ষা এবং বিনিয়োগের ফল। একই সঙ্গে কেন্দ্র জালিয়েছে, এথানল মিশ্রণ কর্মসূচি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রকের প্রকাশিত প্রস্তোভর নথি অনুযায়ী, ভারতে এথানল মিশ্রণের উদ্যোগ বর্তমান সরকারের আমলে শুরু হয়নি। প্রথম পরীক্ষামূলক কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ২০০১ সালে। ২০০৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের ঘোষণা করা হয় এবং ২০০৬ সাল নাগাদ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ৫ শতাংশ এথানল-যুক্ত পেট্রোল বা ই-৫ চালু করা হয়। ২০১৩ সালে এই সংক্রান্ত নীতিগত কাঠামো সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হলেও ২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশে এথানল মিশ্রণের হার গড়ে মাত্র ১.৫ শতাংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেন্দ্রের বক্তব্য, সেই সময়ে দেশের এথানল উৎপাদন মূলত আখের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ছিল প্রায় ৪০০ কোটি লিটার। ফলে উচ্চমাত্রার এথানল মিশ্রণ সম্ভব ছিল না। পরিস্থিতি বদলাতে ২০১৮ সালে জাতীয় জৈব জ্বালানি নীতি গ্রহণ করা হয়। এরপর পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক, খাদ্য ও গণবণ্টন দফতর, সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক, ভারী শিল্প মন্ত্রক, ভারতীয় রেল-সহ একাধিক সংস্থা যৌথভাবে উৎপাদন, পরিবহণ ও বিপণনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু করে। মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২১ সালে ইন্ডিয়ান অয়েল, ভারত পেট্রোলিয়াম এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থাগুলি এথানল-ঘাটতিপূর্ণ এলাকায় ডেডিকেটেড এথানল প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য আগ্রহপত্র আহ্বান করে। দীর্ঘমেয়াদি ক্রয়চুক্তি, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাক্সের অর্থায়ন এবং নির্দিষ্ট বিপণন কাঠামো গড়ে ওঠায় এই ক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ আসে। এর ফলে ধাপে ধাপে এথানল মিশ্রণের হার বৃদ্ধি পায়। তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে মিশ্রণের হার ছিল ৮.১ শতাংশ, ২০২১-২২ সালে তা ১০ শতাংশে পৌঁছয়। এরপর ২০২২-২৩ সালে ১২.১ শতাংশ, ২০২৩-২৪ সালে ১৪.৬ শতাংশ এবং ২০২৪-২৫ সালে ১৯.২ শতাংশে উন্নীত হয়। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা ২০ শতাংশে পৌঁছেছে। এথানল মিশ্রিত জ্বালানি নিয়ে সবচেয়ে বড়

বিতর্কগুলির একটি হল, কেন ভোক্তাদের জন্য বিশুদ্ধ পেট্রোল, ই-১০ এবং ই-২০—তিনটি বিকল্প একসঙ্গে রাখা হচ্ছে না। এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে এক লক্ষেরও বেশি পেট্রোল পাম্প, বিপুল পরিমাণ সংরক্ষণাগার, পাইপলাইন ও পরিবহণ পরিকাঠামো রয়েছে। একই সঙ্গে একাধিক ধরনের জ্বালানি সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং জটিল। এছাড়া গত কয়েক বছরে প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে এথানল উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট অবকাঠামোয়। সেই পরিকাঠামো গড়ে তোলার পর আবার আগের ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া অর্থনৈতিকভাবে যুক্তিযুক্ত হবে না বলেও কেন্দ্রের দাবি।

মন্ত্রকের দাবি, ই-২০ চালুর আগে দেশের সমস্ত প্রধান গাড়ি নির্মাতা সংস্থা, গবেষণা

মন্ত্রক শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। কেন্দ্রের বক্তব্য, ই-২০ একটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত, পরিবেশবান্ধব এবং নিরাপদ জ্বালানি, যা দেশের জ্বালানি আমদানি নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে।
--

প্রতিষ্ঠান এবং পরীক্ষামূলক সংস্থার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। মারুতি সুজুকি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রায় ২.৮৪ কোটি গাড়ির পরিষেবা দিয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ১.৫ কোটি পুরনো গাড়ি ছিল, যেগুলি মূলত ই-১০ উপযোগী হিসেবে তৈরি হয়েছিল। সংস্থার দাবি, ই-২০ ব্যবহারের ফলে রাবারের পাইপ, ইঞ্জিন বা জ্বালানি ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কোনও প্রমাণ পাওয়া

যায়নি। হিরো মোটোকর্পও একই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছে। তবে মন্ত্রক স্বীকার করেছে, কিছু ক্ষেত্রে ই-২০ ব্যবহারের ফলে জ্বালানি দক্ষতা ৩ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। কিন্তু এর পরিবর্তে ই-২০ অধিক অকটেন মান, উন্নত দহনক্ষমতা, কম দূষণ এবং ইঞ্জিনের মসৃণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করে। মন্ত্রকের দাবি, ই-২০ ব্যবহারের ফলে কার্বন নিঃসরণ প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব। পেট্রোলের দাম নিয়ে ঊঠা প্রশ্নেরও জবাব দিয়েছে কেন্দ্র। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে ভুট্টা-ভিত্তিক এথানলের ক্রয়মূল্য লিটারপিছু প্রায় ৭১.৮৬ টাকা। এর সঙ্গে পরিবহণ, সংরক্ষণ ও করের খরচ যোগ হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম যদি ব্যারেলপিছু ৭০ ডলারের কাছাকাছি থাকে, তবে ই-২০ পেট্রোল উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পেট্রোলের তুলনায় বেশি ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। তবে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা থেকে দেশকে আংশিক সুরক্ষা দেয় এই কর্মসূচি। মন্ত্রকের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ সাল থেকে এথানল মিশ্রণ কর্মসূচির ফলে প্রায় ১.৯৭ লক্ষ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হয়েছে। একই সঙ্গে প্রায় ৩১৬ লক্ষ মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেলের আমদানি এড়ানো সম্ভব হয়েছে এবং প্রায় ৯৫২ লক্ষ মেট্রিক টন কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ কমেছে। কৃষকদের কাছেও এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১.৬৬ লক্ষ কোটি টাকা পৌঁছেছে। কেন্দ্রের বক্তব্য, দেশের কৃষকরা এখন শুধু ‘অন্নদাতা’ নন, তাঁরা ‘উর্জাদাতা’ হিসেবেও দেশের জ্বালানি নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। জ্বালানির আন্তর্জাতিক মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপট তুলে ধরে মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, গত চার বছরে ভারতেই পেট্রোল ও ডিজেলের দাম তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম হারে বেড়েছে। পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল এবং ইউরোপের একাধিক দেশের তুলনায় ভারতে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির হার অনেক কম ছিল। কেন্দ্রের দাবি, এথানল মিশ্রণ নীতির কারণেই আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতার প্রভাব অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

মন্ত্রক শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। কেন্দ্রের বক্তব্য, ই-২০ একটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত, পরিবেশবান্ধব এবং নিরাপদ জ্বালানি, যা দেশের জ্বালানি আমদানি নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করতে সহায়ক হবে।